দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 0 5 200

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

নকল, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও দুর্নীতি মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রধান চ্যালেঞ্জ

খায়রুল আনোয়ার

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো বোর্ডভিত্তিক পরীক্ষায় নকল প্রবণতা, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি বিদ্যমান দুর্নীতি। নতুন প্রবর্তিত অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষার ক্যারিকুলাম বর্তমান নিচু মানের (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে) প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের দিয়ে পড়ানো সম্ভব নয়। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে দুইটি প্রধান অন্তরায় হচ্ছে অদক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন এবং শিক্ষার জন্য কাম্য অর্থায়নের অভাব। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই) ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় থেকে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ষাট হাজারের মতো বিদ্যালয় এবং তিন লক্ষাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি একটি অবাস্তব বিষয়।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাম্প্রতিক এক গবেষণামূলক সমীক্ষায় এ কথা বলা হয়েছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প[illegible] সমীক্ষাটি তৈরি

(১[illegible] দেখুন)

নকল, প্রশ্নপত্র

(প্রথম পাতার পর)

করেছেন বিআইডিএস-এর উর্ধতন গবেষণা ফেলো মাহমুদুল আলম এবং প্রধান প্রকাশনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ কবীর মিয়া।

সমীক্ষায় বলা হয়, বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা মিশ্র ফলাফল পেয়েছি। কিংবা শতাব্দীর শেষ দিকে শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও নীতিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা উপখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ড্রপ আউট বা ঝরে পড়ার হার ১৯৮০ সালের ৬০ শতাংশ থেকে কমে '৯৯ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৩ শতাংশ। প্রায় ষাট হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে এক কোটি আশি লাখ শিশু ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। এখানে পর্যাপ্ত হারে মেয়ে শিশু ভর্তি হচ্ছে। ফলে লিঙ্গ বৈষম্য প্রায় দূর হয়েছে। রাষ্ট্র কর্তৃক শিক্ষা বিস্তারে যে নমনীয় নীতি অনুসৃত হচ্ছে এর ফলে বিভিন্ন এনজিও যেমন ব্র্যাক, বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র, প্রশিকা, ঢাকা আহসানিয়া মিশন সারা দেশে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করেছে। এর আওতায় কম সুবিধাভোগী আর্থসামাজিক দলের প্রায় ২০ লাখ শিশু ও বয়স্করা শিক্ষার সুবিধা ভোগ করছে।

সমীক্ষায় নতুন শতাব্দীর সূচনায় মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান বলে উল্লেখ করা হয়। এ প্রসঙ্গে সমীক্ষায় বলা হয়, মাধ্যমিক শিক্ষা উপখাত ব্যাপক আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন এবং উন্নয়ন বাজেটের অংশ হিসাবে বিজ্ঞান গবেষণাগার, শিক্ষা সামগ্রীর সংগ্রহ ক্ষেত্রে ছাত্রপ্রতি বছরে মাত্র ১৫-১৯ ডলার বরাদ্দ, যা পৃথিবীর মধ্যে নিম্নতম। বোর্ডভিত্তিক পরীক্ষা অর্থাৎ এসএসসি, এইচএসসি পর্যায়ে নকল প্রবণতা, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি দুর্নীতি রয়েছে। অদক্ষ এবং পরিবার কেন্দ্রিক কোচিং ব্যবস্থার কথা সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতের আরও কয়েকটি চ্যালেঞ্জের কথা সমীক্ষায় বলা হয়েছে। যেমন বর্তমানে দ্বিতীয় গ্রেড পর্যন্ত সাধারণভাবে শিক্ষার্থীরা কিছু শিখছে না বললেই চলে। তৃতীয় গ্রেডের পর হঠাৎ করে শিক্ষণ রেখা উপরে লাফিয়ে ওঠে। প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নস্তরে স্বল্প বিষয় শিক্ষণের অন্যতম কারণ হলো 'কম শিক্ষা সময়' বা 'কন্ট্রাক্ট আওয়ার্স' যা বছরে মাত্র ৫৬০-৬০০ ঘণ্টা। এ ছাড়া রয়েছে শিক্ষকের অনুপস্থিতি, অবসাদগ্রস্ত শিক্ষক প্রশাসনে অব্যবস্থা এবং অতিকেন্দ্রীভূত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর।

সমীক্ষায় মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। এর অন্যতম হচ্ছে পাবলিক এক্সামিনেশন-এর গুরুত্ব কমিয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক পরীক্ষার মান বাড়ানো। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে স্থানীয় সরকারের যথা উপজেলা, পৌরসভা এবং করপোরেশনের হাতে পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন/ব্যবস্থাপনা অর্পণ করতে হবে। অন্যদিকে বিজ্ঞান শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কাজে রাষ্ট্রকে আরও অধিকহারে অর্থায়ন করতে হবে। সমীক্ষায় বলা হয়, বর্তমান সরকার ১৯৯৬ সালের জুন মাসে ক্ষমতায় আসার পর দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশন '৯৭ সালের শেষ দিকে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করে। দেশ ও সমাজের দীর্ঘমেয়াদী আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনকে সামনে রেখে এটি একটি যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী প্রতিবেদন বলে ধরে নেয়া যায়। সমীক্ষায় মত প্রকাশ করা হয়েছে, সস্তা রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার বশবর্তী বা দাতাগোষ্ঠীর চাপে পড়ে যেন সরকার কোন অবিবেচনাপ্রসূত শিক্ষা পরিকল্পনা বা কর্মসূচী 'এডহক' ভিত্তিতে গ্রহণ না করে।